মেহেরপুরে মাদক মামলার রায়ে এক ব্যক্তির ১০ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার অভিযোগে মোনতাজ আলী নামে এক ব্যক্তিকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। জরিমানা অনাদায়ে তাকে আরও চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. গোলাম কবির এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত মোনতাজ আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের পাঞ্জাব আলীর ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার সহড়াতলা বিওপির সুবেদার মোহাম্মদ ইসরাইল শেখের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল সীমান্তের ১৪৫/৩-এস পিলারের ১০০ গজ দক্ষিণে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে মোনতাজ আলীকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে ৭৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ওই ঘটনার পরদিন ১ জানুয়ারি গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারনির ১৪(গ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১, জিআর কেস নং-১/২৪ এবং সেশন কেস নং-২৮৫/২৪।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলায় মোট ছয়জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আসামি মোনতাজ আলী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আদালত তাকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম এবং আসামিপক্ষে অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল কৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের দুই বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ ফকরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আসামি মোঃ ফকরুল ইসলাম বিনোদপুর কাজিকান্দিপাড়ার মোঃ আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পারভীনা সুলতানা এবং আসামি পক্ষে এ্যাড. মিয়াজান আলী আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গাংনী থানার এসআই (নিঃ) আলী রেজা সঙ্গীয় ফোর্সসহ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে তিনি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন সাহেবনগর গ্রামের বাকেরঘোনা এলাকার একটি ফলের দোকানের সামনে ফাঁকা রাস্তায় দুই ব্যক্তি গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত রয়েছে। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ সেখানে পৌঁছামাত্রই দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ফকরুল ও অপর আসামি শাহিনকে আটক করে।

পরবর্তীতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাদের সঙ্গে থাকা ট্রলি ব্যাগের ভেতরে তল্লাশি করে ফকরুল ইসলামের ব্যাগ থেকে ৪ কেজি এবং শাহিন হোসেনের ব্যাগ থেকে আরও ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।